ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত কঙ্গনা

পৃঃ ৫

আরো একটি বিশ্বকাপ জিতে তবেই পুরোপুরি থামবেন ওয়ার্নার!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১১ ● কলকাতা ● ২৫ পৌষ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১১ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ফের ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভুটানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন শেরিং তোবগে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে জয়ী হয়েছে পিপলস ডেমোর্ক্যাটিক পার্টি। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় এবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন শেরিং তোবগে। এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন শেরিং তোবগে।এর আগে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন শেরিং তোবগে। রাজনীতির পাশাপাশি পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তিনি। এবারের নির্বাচনে শেরিংয়ের দলের মূল প্রচার ছিল দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে। গত কয়েক মাস ধরে খাদ্য সংকটে ভুগছে ভুটান। দেশের প্রতি আট জনের মধ্যে একজন খাদ্য নিরাপত্তায় ভুগছেন। খাদ্য নিরাপত্তা ছাড়াও ভুটানে রয়েছে বেকারত্বের সমস্যা। এবার নির্বাচনে প্রচারে নেমে শেরিং এই সব দূরীকরণের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। শেরিংয়ের এই প্রচারে সাড়াও দিয়েছেন ভুটানের আম জনতা।এবারে ভুটানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে ৪৭টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনেই জয় পেয়েছে পিপলস ডেমোর্ক্যাটিক পার্টি। বাকি ১৭টি আসন পেয়েছে ভুটান তেন্দ্রেল পার্টি। যদিও সদস্য দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়া লোটে শরিংয়ের দল দ্রুপ নিয়ামরূপ শোগপা কোনও আসনে জয় লাভ করেনি। ২০০৮ সালে ভুটানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচন হল ভুটানে। ৩৮,৩৯৪ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই ভুটানে মোট জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ১৪৫ জন। তারমধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ ছিল ভোটার। এবারে বেশিরভাগই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকদের আক্রমণের ঘটনায় চাপ বাড়ল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর, বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল অমিত শাহের দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হলেন ইডি আধিকারিকরা। এই ঘটনার জল গড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর চাপ বাড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতর। শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি সকালে রেশন দুর্নীতি মামলায় একটি তদন্তকারী অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি।সেই ঘটনায় এবার আরও চাপে পড়তে হল রাজ্য সরকারকে। ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এনফোর্সমেনট আধিকারিকাদের (ইডি) কেন আক্রান্ত হতে হল, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

গত শুক্রবার হামলা হওয়ার পরেই কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা

এরপর ৩ পাতায়

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সত্যি সত্যি একদিন কি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে গাড়ি চাপা দিয়েই খুন করবে, গতকাল একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন তিনি। তেমনি পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হয়েছিল গতকাল কলকাতায় আলিপুর গোপালনগর এলাকায়। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে তবে খুব ভারি চোট পেয়েছে পা ও হাত ও কাঁধে। প্রাথমিক চিকিৎসা হয়ে কোনক্রমে তিনি বাড়ি ফিরেছেন, গত কয়েক মাস ধরে সম্পাদক খুন হয়ে যেতে পারে, যে কোন ভাবে, গাড়ি এক্সিডেন্ট করে বা অন্য কোন ভাবে বিষক্রিয়া করে বা গুলি করে ,হোক বা কুপিয়ে, যে কোন ভাবে খুন করা হতে পারে। এই বিষয় নিয়ে এস ডি পি ও ক্যানিং সাহেবকে লিখিত জন্য হয়েছিল প্রায় দেড় মাস আগেই। সম্পাদক সম্পাদকের পরিবারের নিরাপত্তার অভাব হচ্ছে সেটা স্পষ্ট ভাষায় লিখিত জানিয়েছিলেন। সেই কথাটা যেন আজ সত্যের পথের রূপ নিল, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার একটুর জন্য আলিপুর গোপালনগরের প্রাণী বেঁচে গেলেন। তবে সাথে সাথে দায়িত্ব থাকা ট্রাফিককে জানিয়েছিলেন সম্পাদক, গাড়ির চারটি অক্ষর কোনরকম তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। অএ ৮৬৭২ এর আগে কী ছিলো সেটা জানানেই, এক্সিডেন্ট হওয়ার পরে প্র ায় ঘন্টা দিয়ে গোপালনগর মোড়ে বসে নিউ সারাদিন সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। একা পা তুলে হাঁটার শক্তিটাও ছিল না তার সেই

এরপর ৩ পাতায়

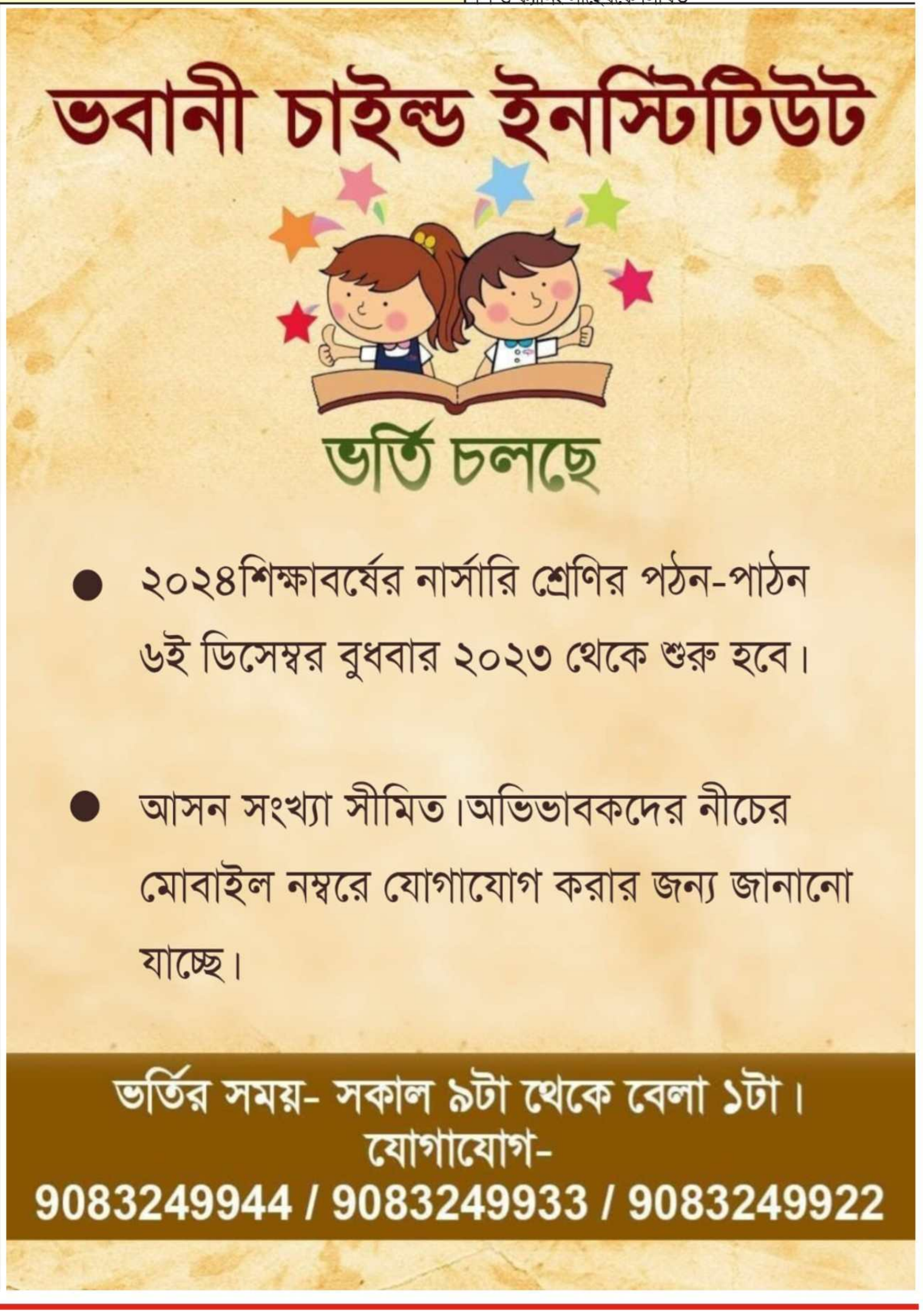

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য,
কাঠগড়ায় মেটিয়াবুর্জের কাউন্সিলর

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকার দাবি, এবার হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য কাঠগড়ায় মেটিয়াবুর্জের কাউন্সিলর। মেটিয়াবুর্জ বিধানসভার ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনেরে উপর গভীর অভিযোগ, নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকার দাবি, সম্প্রতি মিডিয়ায় শিরোনাম হয়েছিল এই মামলা। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এখন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। ক্ষুব্ধ বিএম একতা কনস্ট্রাকশনের প্রধান ও তৃণমূল কর্মী দিলওয়ার থান্ডার বলেন, কাউন্সিলর আইন, বিধি-নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের মর্জির মালিক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলেরও মানহানি করছেন। ভুক্তভোগীর অ্যাডভোকেট তাপস ডিন্ডা বলেন, হাইকোর্ট খনির কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কাউন্সিলর তাতে কোনো কর্ণপাত করছেন না। অভিযোগ, মাটিয়াবুর্জ বিধানসভার ১৩৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন বিএম একতা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কোম্পানির প্রধান এবং তৃণমূল কর্মী দিলওয়ার থান্ডারের কাছ থেকে ৫ টি দোকান এবং ১ কোটি টাকা দাবি করেন। অভিযোগে বলা হয়, কাউন্সিলরকে অনেক টাকা দেওয়া হলেও তিনি এক কোটি টাকা চাইছেন। ব্যবসায়ী এই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে কাউন্সিলরের লোকজন তাকে চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। ওই নির্মাণ ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, ওই টাকা দিতে অস্বীকার করায় কাউন্সিলর অবশেষে মিথ্যা অভিযোগে জেসিপির মাধ্যমে জোরপূর্বক ওই ব্যবসায়ীর জায়গা খনন করছেন। ভুক্তভোগী বলেছেন যে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখেন যে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন। এছাড়াও, সিআইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী।

ফ্লিমি কায়দায় ১০কোটির মোবাইল লুট!
খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : চলন্ত গাড়ি থেকে ১০ কোটি টাকার আইফোন হাপিস হয়ে যায়। যদিও এ ঘটনা কয়েক মাস আগের। ঘটনার পরেই পরিবহন সংস্থার তরফে ডেবরা থানায় এফআইআর দায়ের হলেও কোনও কূলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ, এমনটাই দাবি পরিবহন সংস্থার। এরপর গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পরিবহন সংস্থাটি।

পরিবহন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ২৬ শে সেপ্টেম্বর সুদূর চেন্নাই থেকে দামি আইফোন ভর্তি প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ফোন বোঝাই গাড়িটি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। ওই গাড়ির গতি বিধির ওপর নজরদারি চালাতে অত্যাধুনিক জিপিএস সিস্টেম চিফ লাগানো হয়েছিল। যাতে করে জিপিএস ট্র্যাক করে কোনরকমের অসংলগ্নতা লক্ষ্য করলেই সংস্থাটি গাড়িতে থাকা চালক এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

ওই পরিবহন সংস্থার দাবি, গাড়িটি নির্দিষ্ট নিয়ময়েই দামী ফোনের বাক্স প্যাক করেই বিভিন্ন রাজ্য ছাড়িয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধে গাড়িটি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতেই।

ট্র্যাকিং মনিটরিং এ ওই ওই পরিবহন সংস্থাটি জানতে পারে ওড়িশা বর্ডার পেরিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরার নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে একটি পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘক্ষণ বিরতি নেয়।

এই সন্দেহজনক ঘটনার পরেই পরিবহন সংস্থার তরফে ওই গাড়ির চালক ও খালাসির সাথে ফোন মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে,তাদের কোনও খোঁজ না মেলায় , তড়িঘড়ি ডেবরা থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়।

এদিকে খবর পেয়েই ডেবরা থানার পুলিশ সংস্থার বর্ণিত স্থানে গিয়ে খালি গাড়ি উদ্ধার করে।পাশাপাশি ওই গাড়ির চালক এবং খলাসির কোনও খোঁজ মেলেনি।

অনুমান, চলন্ত অবস্থাতেই ওই গাড়ি থেকে দামি আইফোন গুলি হাপিস করা হয়েছে।

রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় এই লুটের ঘটনাটি চলন্ত গাড়িতেই হয়েছিল ! নাকি পরিকল্পনা মাফিক ছিল? তাজ্জব বিচারপতি থেকে আইনজীবীরাও!

ওই সংস্থার তরফে আইনজীবীর দাবি, প্রথমে পুলিশ এ ঘটনার এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। পরে ১০ই অক্টোবর এফআইআর দায়ের হয়। তারপরেও এই লুটের ঘটনায় অধরা রয়েছে মূল চক্রি বা লুটতরাজরা।

এরপর সংস্থার তরফে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় পরিবহন সংস্থাটি।৮ই জানুয়ারি সেই মামলার পরিপেক্ষিতে বিচারপতি খোদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারকে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুরনো নিয়মের দাবিতে
ডিয়ার লটারী বিক্রেতাদের বিক্ষোভ

আমিরুল ইসলাম, চাঁচল, মালদা : নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বর্তমানে একচেটিয়া ব্যবসা করছে নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারি। এই লটারির ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গেই বহু মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ডিয়ার লটারি বিক্রি করেই সংসার চালান বহু মানুষ। অথচ বর্তমানে কর্তৃপক্ষ লটারি বিক্রেতাদের কথা ভাবছেন না বলে অভিযোগ। পুরস্কার, ভাউচার কমিশনও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যার ফলে পেট চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারি টিকিট বিক্রেতাদের। বুধবার দিন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কানুয়া বাজার এলাকায় টিকিট বিক্রেতারা নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারী পোস্টার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

এদিন কানুয়া বাজার এলাকায় নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারী টিকিট বিক্রেতা অসিত কুমার সাহা বলেন,বহু বছর ধরে লটারি বিক্রি করেই সংসার চালাচ্ছি।নতুন নিয়মের ফলে টিকিটের বিক্রির হার কমে গেছে,তাই আগের নিয়মে করা হোক। এছাড়াও বিক্রিত ট্রিকিটে পুরস্কার দেওয়া হোক,অবিক্রিত টিকিটে পুরস্কার দেওয়া চলবে না।তাই নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারী টিকিট কতৃপক্ষের কাছে এই নীতির ধিক্কার জানাচ্ছি।

যদিও ডিয়ার লটারী নিয়ে লক্ষণপুর- ডুমুরকলহা গ্রামের বাসিন্দা আয়ুব আলী বলেন , ডিয়ার লটারী কেটে আমার অনেক বন্ধু ও পরিচিত মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।বাড়ির সোনার অলংকার ও জমি জায়গা বিক্রি করে টিকিট কেটে সর্বশ্রান্ত হয়েছে।

নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার লটারী সাব স্টকিজ জয় মা মনসা এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির প্রোপাইটার বিবেক ঢালী বলেন, কোম্পানি যা নিয়ম করেছে, সেই নিয়ম মানতে হবে।বিক্রি কম হচ্ছে,ভালই হচ্ছে।আগে মানুষ ৫ - ১০ হাজার টাকার টিকিট কাটতো কিন্তু এই নিয়মের ফলে মানুষ কম টিকিট ক্রয় করবে।

মণিপুরে মিলল না অনুমতি,
তাহলে কোথা থেকে ভারত ন্যায় যাত্রা শুরু করবেন রাহুল গান্ধী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরে কংগ্রেসের ভারত ন্যায় যাত্রার অনুমতি মেলেনি। এন বীরেন সিংয়ের সরকার ইম্ফলের প্যালেস গ্রাউন্ডে যাত্রার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে রাহুল গান্ধী এখন এই যাত্রা কোথা থেকে শুরু করবেন? মণিপুর সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছে কংগ্রেস।রাহুল গান্ধী মণিপুর থেকে মুম্বই যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। রাহুল গান্ধী ৬৭ দিনের মধ্যে ১৪টি রাজ্যের ৮৫টি জেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ৬২০০ কিলোমিটার ভ্রমণ করবেন। এই যাত্রা মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম, মেঘালয়, বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট হয়ে মহারাষ্ট্রে পৌঁছাবে।উল্লেখ্য ১৪ জানুয়ারি থেকে রাহুল গান্ধীর প্রচার শুরু হতে চলেছে।

মণিপুর সরকার অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে কেসি ভেনুগোপাল বলেন, মণিপুর সরকারের এই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। এক সপ্তাহ আগে অনুমতি চেয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন মণিপুর কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং ৩ দিন আগে কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘনা চন্দ্র নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা তথ্য পেয়েছি যে প্যালেস গ্রাউন্ড ইম্ফলের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।তিনি বলেছিলেন যে আজ বুধবার সকালে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে তাকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন যে আমি মণিপুর, আসাম এবং নাগাল্যান্ড সফর করেছি এবং আমি বলতে পারি যে সেখানে কংগ্রেসের জনসমর্থনের ভিত রয়েছে। এটা কোনো রাজনৈতিক সফর নয়। যাত্রা সফল করার জন্য মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে, এটা খুব সফল হবে। আমরা মণিপুর থেকেই যাত্রা শুরু করব, আমরা অন্য একটি স্থান উল্লেখ করেছি। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইবোবি সিংকে মৌখিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের নাসিকে
২৭তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের নাসিকে ২৭তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি দেশের যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

এ বছর জাতীয় যুব দিবস দেশের প্রতিটি জেলায় যুব বিষয়ক দপ্তরের তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে উদযাপন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে সরকারি দপ্তরগুলিও অংশ নেবে। এনএসএস, এনওয়াইকেএস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

এরপর ৩ পাতায়

চাঁচল কলেজে পানীয় জলের
ব্যবস্থা না থাকায় বিক্ষোভ

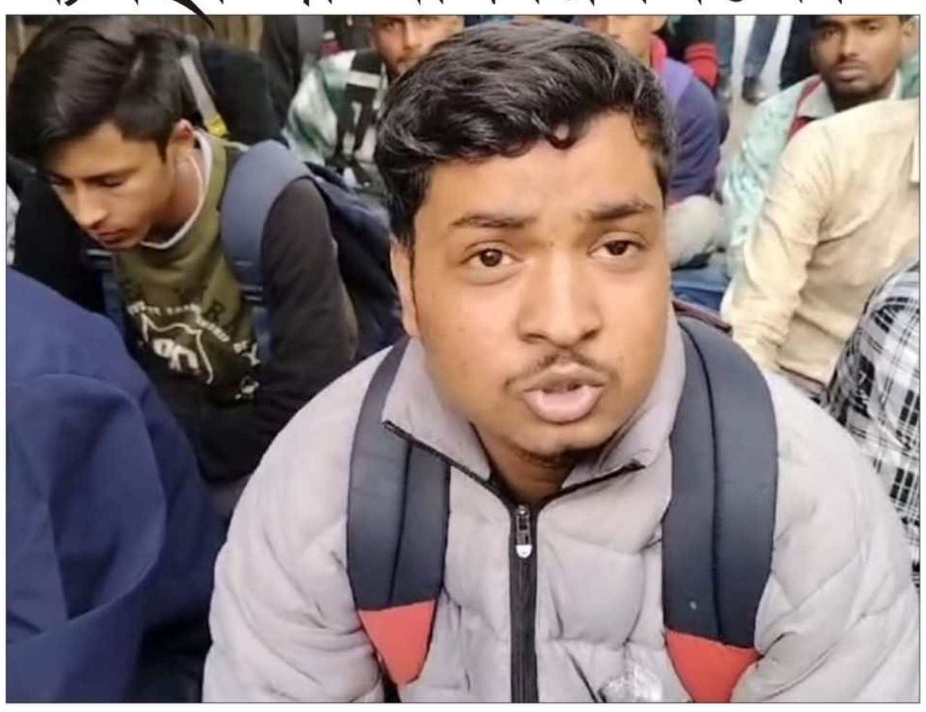

আমিরুল ইসলাম, চাঁচল, মালদা: নিউজ সারাদিন : চাঁচল কলেজে পানীয় জলের সমস্যার জন্য কলেজের পানীয় জলের দাবিতে চাঁচল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের মূল ফটকে ধর্নায় বসে চাঁচল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে কলেজে পরিশ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। ব্যাপক ভোগান্তির সম্মুখীন ছাত্র-ছাত্রীরা। বিগত দুই মাস আগে জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত অর্থে কলেজ চত্বরে সাবমারসিবল পাম্প বসানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু অভিযোগ সেই সময় নিম্নমানের কাজ হচ্ছিল। তাই প্রতিবাদ করে কলেজের ছাত্র সংগঠন কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো । একাধিক বার আধিকারিকদের দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেও কোন সুরাহা হয়নি। তারপরেই এদিন মহাকুমা শাসক কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বসে ধর্ণা বিক্ষোভ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। যার নেতৃত্বে রয়েছে চাচল কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাদের দাবি অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকদের আক্রমণের ঘটনায় চাপ বাড়ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর, বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল অমিত শাহের দফতর

সিআরপিএফ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। ইডি-র সদর দফতরেও রিপোর্ট পেশ করেছিলেন আক্রান্ত ইডি অফিসাররা। তাঁদের অভিযোগ, সন্দেশখালির ঘটনায় পুলিশের কাছে ইডি যে এফআইআর দায়ের করেছিল, সেই -এ খুনের চেষ্টার অভিযোগের ধারা রাখেনি পুলিশ। এমনকি, এফআই আর-র কপিও দেওয়া হয়নি তাঁদের হাতে। শাসকদলের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে যোগসাজশ সন্দেহ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তদন্তকারীরা।

অফিসাররা যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওই নেতার বাড়ির সামনে পৌঁছন, তখন আচমকাই তাঁদের ওপর হামলা চালায় আঞ্চলিক দুষ্কৃতীরা। তাঁরা শেখ শাহজাহানের অনুগামী বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। এই হামলার জেরে মাথা ফেটে যায় দুই সরকারি আধিকারিকের, জখম হন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। পরে হাসপাতালে ভর্তিকরতে হয় তাঁদের।

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন

মুহূর্তে, কোন রকম ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পরিচিত এক অফিসারের লোকজন এসে। বহু কষ্টে বাড়ি ফিরে এখন তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, পুলিশ সমস্ত ঘটনা জানার পরেও সম্পাদকের নিরাপত্তা তো দেওয়া দূরের কথা কোন বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। তবে এ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একাংশ রা হক হুষ খুশ ফিরতে পারে, সত্য নিষ্ঠার সাথে সাংবাদিকতার পরিণাম আজ দীর্ঘকুড়ি বছর মৃত্যুঞ্জয় সরদার কিভাবে পোড়াতে হচ্ছে। হয়তো পুলিশ নিরাপত্তা না দেওয়ার কারণে এইভাবে অকালে গাড়ির তলায় জীবন চলে যেতে পারে, রাস্তাঘাটে যে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ হবে এটা আগে থেকে প্রশাসনকে জানানোর পরে এমনই ঘটনা ঘটলো কিভাবে। তবে সমস্ত ঘটনাটাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবু। এভাবে অকালে যদি কাগজে সম্পাদকের জীবন চলে যায় তাহলে কি রাজ্য প্রশাসনের মুখ উজ্জ্বল হবে। এ প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে সাংবাদিক মহলে। তবে সর্বত্র ভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন ,পুলিশ তেমন কোন সাহায্য করেনি।

লোকসভা ভোটের আগেই গোপীবল্লভপুরে তৃণমূলে বড়সড় ধস!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকে শাসকদলে ধস! নির্দলের জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ শতাধিক কর্মী তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করলেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বুধবার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের চোরচিতা অঞ্চলে নির্দল ও তৃণমূলে ধস। জানা গিয়েছে, ভামাল বুথের নির্দলের জয়ী প্রার্থী জগদীশ কুমার মন্ডল সহ ৫০টি নির্দল পরিবার ও তৃণমূল দলের কর্মী সমর্থক দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।এই যোগদানের ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে গোপীবল্লভপুর ২ মন্ডল বিজেপি তাদের শক্তি আরও বাড়াল বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্য সরকারের একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি স্থির করতে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের নোটাতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মী বৈঠক। সেই কর্মীবৈঠক শেষেই নির্দল ও তৃণমূল ছেড়ে শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন।

যদিও এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুশোভন নায়েক দাবি করেছেন, তৃণমূল ছেড়ে কেউ বিজেপিতে যোগদান করেননি। বিজেপি মিথ্যা অপপ্রচার করে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে আসতে চাইছে। বিজেপির কোনও সংগঠন নেই এখানে।যোগদানকারীদের হাতে এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা সোনালী মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মনিচাঁদ পানি,গোপী টু মন্ডলের বিজেপির মন্ডল সভাপতি তাপস সুঁই সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তারা নির্দল ও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। নির্দল ও তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা সোনালী মুর্মু । তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচন যত-ই এগিয়ে আসবে তত-ই শাসকদল তৃণমূল ছেড়ে মানুষ দলে দলে বিজেপিতে যোগদান করবেন। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ। তাই মানুষ আর তৃণমূল দলের সাথে থাকবেনা।

টিমোর-লেস্তে-এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টিমোর-লেস্তে-এর রাষ্ট্রপতি ডঃ জোস রামোস হোর্তা গান্ধীনগরে আয়োজিত দশম ভাইব্র্যান্ট গুজরাট আন্তর্জাতিক শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে ৮-১০ জানুয়ারি ভারত সফরে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গান্ধীনগরে রাষ্ট্রপতি হোর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হোর্তা ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রাষ্ট্রপতি হোর্তা-র এই সফর দুই দেশের মধ্যে সরকারি স্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম সফর। প্রধানমন্ত্রী ভাইব্র্যান্ট 'দিল্লি-দিলি' যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০২৩এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সেদেশে ভারতীয় দূতাবাস চালুর ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমতাবৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে টিমোর-লেস্তে-কে সহায়তা করা হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক, শক্তি, চিরাচরিত ওষুধ সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ফার্মা ক্ষেত্রেও ভারত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী টিমোর-লেস্তে-কে আন্তর্জাতিক সৌরজোট (আইএসএ) এবং বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো জোট (সিডিআরআ)তে যোগদানের আহ্বান জানান। শ্রী মোদী টিমোর-লেস্তে-কে আশিয়ান গোষ্ঠীর একাদশ সদস্য হিসেবে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রপতি হোর্তাকে অভিনন্দন জানান এবং শীঘ্রই এদের পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি হোর্তা শিখর সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর উন্নয়ন যাত্রা চালিয়ে যেতে ভারতের সাহায্য চান। দুই নেতা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক বিষয় এবং সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপতি হোর্তা রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের জন্য দৃঢ় সমর্থন জানান। বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে দুই দেশ তাদের সহযোগিতা বজায় রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। দুই নেতা ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ শিখর সম্মেলনের দুই পর্বে টিমোর-লেস্তে-র কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতৈক্য গড়ে তোলার বিষয়েও সম্মত হয়েছেন তাঁরা। ভারত ও টিমোর-লেস্তে-র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের ওপর নির্ভরশীল। ২০০২ সালে টিমোর-লেস্তে-র সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা দেশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রথম দেশ ভারত।

টিমোর-লেস্তে-এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিকাণ্ডের পর তৃণমূলের একাধিক শীর্ষনেতার গলায় এজেন্সির উদ্দেশে কার্যত হুঁশিয়ারির সুর শোনা গেছে। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে একেবারে উল্টোসুরে, এজেন্সি নিয়ে কার্যত সতর্ক করে দিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এমনকী, চিদম্বরমকে এজেন্সি কীভাবে গ্রেফতার করেছিল, সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।তবে এত রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই একটা প্রশ্নই জোরাল হচ্ছে। কোথায় শেখ শাহজাহান? সন্দেশখালিকাণ্ডে এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন! খোদ ডিজিপি-র হুঁশিয়ারির পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও, এখনও তৃণমূল নেতার টিকি খুঁজে পায়নি পুলিশ। তাহলে কি সন্দেশখালি এলাকাতেই কোথাও আত্মগোপণ করে রয়েছেন শেখ শাহজাহান? তাঁর গা ঢাকা দেওয়ার নেপথ্যে কি কারও মদত রয়েছে? রোজই উঠে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর দাবি। এবার এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায় সেদিকেই নজর বঙ্গবাসীর। দলীয় সতীর্থ শাহজাহানকে বিঁধতে ছাড়লেন না দলেরই বিধায়ক হুমায়ুন কবীর! সন্দেশখালিতে ইডি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের নেতা-বিধায়কদের গলায় যখন এজেন্সির উদ্দেশে কার্যত হুঁশিয়ারির সুর শোনা যাচ্ছে, তখন উল্টো পথে হেঁটে এজেন্সির ক্ষমতা নিয়ে সতর্ক করলেন তিনি! ২০১৯ সালের ২১ অগাস্ট, দুর্নীতির তদন্তে পি চিদম্বরমের বাড়িতে পৌঁছেছিল সিবিআই। তার কিছুক্ষণ আগেই কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে বাড়ি ফেরেন চিদম্বরম। পাঁচিল টপকে তাঁর বাড়িতে ঢোকেন সিবিআই অফিসাররা। যা নিয়ে সেই সময় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে এজেন্সি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে সেই প্রসঙ্গই টেনে আনলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।বললেন, ' চিদম্বরমকেও তাঁর বাড়ি থেকে, তাঁর গেট খোলা পায়নি। তবুও মই লাগিয়ে ভিতরে ঢুকে, পাঁচিল টপকে তাঁকে কিন্তু গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল। কাজেই একটা সরকারের যারা এজেন্সি, যারা সরকারি আমলা, তাদের ক্ষমতা হাত অনেক লম্বা। কাজেই তাদের সঙ্গে কোনও বয়ক্তি পাঙ্গা নেবে, সেটা কোনওদিনই হতে পারে না। তার জন্য কিন্তু ওই এলাকার বহু পাবলিককে আগামীদিনে সাফারার হতে হবে' এক বিধায়ক সরব। কিনতু, পুলিশ প্রশাসন কী করছে? এত বড় ঘটনার চারদিন পরও শেখ শাহজাহান অধরা থাকায় ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে সেই প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বললেন, 'তৃণমূলের মধেয় পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে নানারকমের নিজেদের মধেয় মতবিরোধ আছে। কে কোন পক্ষে যাবে এখন ওরা নিজেরাই বুঝতে পারছে না। গ্রামগুলো খালি হবে কিনা, মুখয়মন্ত্রী বলেছেন বটে, কিন্তু পার্টিটা যে খালি হয়ে যাবে, এটা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেই। তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিটা আগামীদিনে খালি হয়ে যাবে। ' কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সুজন চক্রবর্তীও। বললেন ' নিজেরাও এরপর জড়িয়ে পড়বেন। এজেন্সির ওপরে যেভাবে আক্রমণ হয়েছে, সেটা তো এজেন্সির ওপরে আক্রমণ না! কোর্টের নির্দেশে এজেন্সির তদন্ত। মানে এটা কোর্ট অবমাননা করা হল। কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হল। চ্যালেঞ্জ করল যারা, তৃণমূলের লুঠেরা বাহিনী, কোটি কোটি টাকার সম্পদ।'

ওসমান মীরের ভক্তিমূলক ভজন "শ্রীরামজি পাধারে" সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ওসমান মীরের ভক্তিমূলক ভজন "শ্রীরামজি পাধারে" সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। গানটি লিখেছেন ওম দাভে এবং গৌরাঙ্গ পালা। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "অযোধ্যায় শ্রীরামজির স্বাগত অনুষ্ঠানকে ঘিরে সকলে উচ্ছ্বসিত। ওসমান মীরের এই মধুর রাম ভজন শুনে আপনার মনে ঈশ্বরের অনুভূতির উদ্রেক হবে।

২ পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের নাসিকে ২৭তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন

সহায়তায় 'MY Bharat' স্বেচ্ছাসেবকরা দেশের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যরাও তাঁদের অফুরান প্রাণশক্তির মাধ্যমে যুব উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন যার মধ্য দিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস বাস্তবায়িত হবে।৮৮ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক এই কর্মসূচিগুলিতে যোগদান করবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা 'MY Bharat' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম https://mybharat.gov.in -এ তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। ১২ জানুয়ারি দেশের বড় বড় শহরগুলি ছাড়াও ৭৫০টি জেলা সদরে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ এবং বিধায়করা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা করবেন যেখানে প্রশিক্ষিত পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবকরা এক সর্বাত্মক অভিযানের মধ্য দিয়ে নিরাপদ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা যানজটপ্রবণ অঞ্চলে যান চলাচলে সহায়তা করবেন। এছাড়াও, পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প বলবেন। এছাড়াও, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে নানা তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন তাঁরা। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এই দিনটি 'জাতীয় যুব দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে। যুব বিষয়ক দপ্তর জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের জন্য অনন্য এক পন্থায় নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তে যুবক-যুবতীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

দেশের ৭৬৩টি জেলায়, জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে জেলাস্তরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হবে।

বিভিন্ন জেলার বৈচির্ত্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এবং যুব সম্প্রদায়ের প্রতিভাকে নানা আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। যুব উৎসবের বিজয়ী প্রতিযোগীরা এবং আয়োজক সংস্থাগুলির পক্ষে বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তিবিশেষ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করবেন। ১২ জানুয়ারি জেলাস্তরের সহযোগী মন্ত্রকগুলি, তাদের দপ্তরের সহায়তায় নানা প্রদর্শনী এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির জন্য স্টল বসাবে। এছাড়াও, যান চলাচল, পুষ্টি, সুষম ও খাদ্যের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প কমিশনের বিভিন্ন স্টার্ট-আপ সংস্থার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রদর্শনের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে পিএমইজিপি সুবিধাপ্রাপকরা বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন। জেলাস্তরের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ডিজিটাল 'MY Bharat' প্ল্যাটফর্মে আপলোড করা হবে যাবে যুব সম্প্রদায়ের কাছে এই কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য পৌঁছয়। এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার অনন্য চরিত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শিত হবে। দেশজুড়ে যুবক-যুবতীরা এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা 'MY Bharat' প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানগুলির ছবি আপলোড করতে পারেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১১ সংখ্যা ১১ জানুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৫ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

১০ম ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিটে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার প্রশংসায় বিশ্বের শীর্ষ শিল্পপতিরা

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে আজ দশম ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট, ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। এ বছরের এই শীর্ষ বৈঠকের মূল ভাবনা হল - 'গেটওয়ে টু দ্য ফিউচার' বা 'ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বার'। এবারের শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিয়েছে ৩৪ টি দেশ এবং ১৬টি সহযোগী সংগঠন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লগ্নির সুযোগ সুবিধা বাড়াতে এই বৈঠককে বিশেষ মঞ্চ হিসেবেও ব্যবহার করছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক।

এই উপলক্ষে প্রথম সারির শিল্পপতিরা বক্তব্য রাখেন। আর্সেলর মিত্তালের চেয়ারম্যান শ্রী লক্ষ্মী মিত্তাল গত বছরের সেপ্টেম্বরে ভাইব্র্যান্ট গুজরাটেন তাঁর হাজির থাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সামিটকে একটি বড় আন্তর্জাতিক শীর্ষ বৈঠকের রূপ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর এক বিশ্ব এক পরিবার এক ভবিষ্যৎ-এর বার্তার কথা তুলে ধরেন এবং প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের শক্তিশালী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। দেশের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে ইস্পাত উৎপাদনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রী মিত্তাল ২০২১-এ আর্সেলর মিত্তাল নিপন স্টিল ইন্ডিয়া হাজিরা সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ২০২৬ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের প্রথম পর্বের কাজ সম্পন্ন হবে। সেই সঙ্গে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। জাপানের সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী তোশিহিরো সুজুকি প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং দেশে উৎপাদন শিল্পে সহায়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ভারতকে গাড়ি শিল্পে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হিসেবে চিহ্নিত করে শ্রী সুজুকি বলেন, দেশের আর্থিক অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছে। সেই সঙ্গে ভারতে প্রথম ইলেকট্রিক যান তৈরির ব্যাপারে তাঁর সংস্থার পরিকল্পনার কথা জানান। ইউরোপীয় দেশগুলি এবং জাপানে রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন তিনি। রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রধান শ্রী মুকেশ আম্বানি ভাইর্ব্যান্ট গুজরাট বা প্রাণবন্ত গুজরাটকে আজকের বিশ্বে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিনিয়োগের শীর্ষ বৈঠক হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০ বছর ধরে এ ধরনের বৈঠকের ধারাবাহিকতার নজির কোথাও নেই। দিন দিন এটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী আম্বানি বলেন, এটি হল আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা ও ধারাবাহিকতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রাণবন্ত গুজরাটের প্রতিটি শীর্ষ বৈঠকে তাঁর হাজির থাকার কথা জানান শ্রী আম্বানি। গুজরাটের পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দেন। তিনি বলেন, "এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছেন আমাদের নেতা, যিনি আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে শ্রী নরেন্দ্র মোদীই সবচেয়ে সফল প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি বলেন, তখন গোটা বিশ্ব শুধু বলে না, তাঁর প্রশংসাও করে।' প্রধানমন্ত্রী কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করেন, তার উল্লেখ করেন শ্রী আম্বানি। তাঁর বাবা ধীরুভাই আম্বানির প্রসঙ্গ টেনে শ্রী মুকেশ আম্বানি বলেন, রিলায়েন্স সবসময় গুজরাটের সংস্থা হয়েই থাকবে। তাঁর কথায়, "রিলায়েন্সের প্রতিটি ব্যবসার লক্ষ্য হল, ৭ কোটি গুজরাটীর স্বপ্নপূরণ।" তিনি জানান, আগামী ১০ বছরে গুজরাটের অগ্রগতিতে রিলায়েন্স লগ্নির মাধ্যমে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় রাখবে। সেই সঙ্গে উন্নতমানের পণ্য তৈরি এবং লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেন শ্রী আম্বানি। 'ভারতের উন্নয়নের জন্যই গুজরাটের উন্নয়ন'-প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের উন্নয়নের জন্যই ভারতের উন্নয়ন। বিশ্বের কল্যাণের মন্ত্র নিয়ে আপনি কাজ করে চলেছেন এবং ভারতকে বিশ্বের অগ্রগতির ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করেছেন। গুজরাট থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আপনার দু-দশকের যাত্রা আধুনিক মহাকাব্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।' তিনি বলেন, "২০৪৭ সালের মধ্যে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে ভারতকে কোনো শক্তিই আটকাতে পারবে না। প্রত্যেক গুজরাটী এবং প্রতিটি ভারতীয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মোদী যুগ ভারতকে সমৃদ্ধি, প্রগতি এবং গৌরবের নতুন শিখরে পৌঁছে দেবে।"

আমেরিকার মাইক্রন টেকনোলজিসের সিইও শ্রী সঞ্জয় মেহরোত্রা, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের দরজা খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন এবং ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে তুলে আনার ক্ষেত্রে একে আর্থিক চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি। গুজরাটে বিশ্বমানের সেমিকন্ডাক্টর তৈরিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহায়তার প্রশংসা করে শ্রী মেহেরোত্রা বলেন, ৫ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান ২০২৫ সালের গোড়ার দিকে কাজ শুরু করবে। আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম আদানি প্রধানমন্ত্রীর অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন এবং দেশ জুড়ে সমৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দেন। ভারতের শিল্প মানচিত্রের পুনর্গঠনে রাজ্যগুলির অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন শ্রী আদানি। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের জিডিপি বেড়েছে ১৮৫ শতাংশ এবং মাথা পিছু আয় বেড়েছে ১৬৫ শতাংশ, যা অতিমারির চ্যালেঞ্জ এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক সৌর জোট, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। শ্রী আদানি বলেন, আগামী দিনের বিশ্বের ভবিষ্যৎ গড়ার পথে ভারত। আগামী ৫ বছরের মধ্যে গুজরাটে আদানি গোষ্ঠীর ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি লগ্নির কথা ঘোষণা করেন তিনি। এর ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এক লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হবে বলে জানান তিনি। টাটা সন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী এন চন্দ্রশেখরন গুজরাটে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ও নজরকাড়া অগ্রগতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা ও দূরদৃষ্টিমূলক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আর্থিক উন্নয়নের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে এবং ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বার হিসেবে গুজরাট নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুজরাটে টাটা গোষ্ঠীর ২১ টি সংস্থার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ বিন সুলায়েম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে ভারতের প্রধান ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে গুজরাট। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমির শাহির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আর্থিক চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৭ সালের পর থেকে গুজরাটে তাঁর দেশ ২.৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লগ্নি করেছে। গত বছর গুজরাট থেকে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানির কথা উল্লেখ করেন তিনি। জেরোদ্ধা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সিইও নিখিল কামাথ একজন শিল্পোদ্যোগী হিসেবে গত দু-দশকে নিজের যাত্রার কথা উল্লেখ করেন এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, গত ১০ বছরে স্টার্ট আপ এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে। এর জন্য তিনি যাবতীয় কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঋগ্বেদে আছে 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী', সম্ভবত সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্ভব। শুধু বৈদিক যুগেই নয়, পরবর্তীকালে মহাভারত, পুরাণ, কাব্যে পূতসলিলা সরস্বতীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল হিমালয়ের সিমুর পর্বতে, সেখান থেকে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আদবদ্রী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করেছিল। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প কি অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান এনিয়ে নানা দেশের নানা মতামত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মহামারীর সাথে লড়তে লড়তে মানুষ আজ দিশাহীন হয়ে পড়েছে।শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এ কথা ভুলে গিয়ে অনেকেই অর্থনৈতিক অভাবে অর্থণীতি যেন মানব জাতির মেরুদন্ড তেমনি করোনাই এ শিক্ষা দিয়ে গেল।তবে করোনার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের মহামারী থেকে অতি মহামারীর ধারণ করে ছিল। সেই আতঙ্ক রয়েছে সমস্ত বিশ্ববাসীর,এর ফলে ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির তৈরি হয়েছে।শহরের ছেলে মেয়েরা তার পিতামাতার অর্থনৈতিক অভাব নেই, এমন পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনলাইনে শিক্ষাব্যবস্থাকে একসেপ্ট করতে পেরেছে।প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে আজও বিদ্যুৎ নেই ইন্টারনেট পরিষেবা যায় না এমনই গ্রামে কি করে শিক্ষা দেওয়া যায় সে নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নতুন নীতি নির্ধারণ করে ছিল সেই সময় টেলিফোনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা। এটা করলে হয়তো পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোর শিক্ষা আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে এই করোনাভাইরাস এর পরবর্তী সময়ে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় কার্যকারিতা জায়গা রেখে সাধারন থেকে অতি সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে থাকে, শিক্ষাব্যবস্থা তেমনি এক উদাহরণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনাভাইরাসে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের উপরে তবে মুখ্যমন্ত্রী ছয়জনের একটি কমিটি করে ছিল এই শিক্ষানীতির কতটা বাংলার মানুষের কাছে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখ ছিল এই কমিটি। তবে গ্রাম বাংলার শিক্ষা কে কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়ে চলে গেল তার উদাহরণ আমি আজ আমার লেখার মধ্যে তুলে ধরব। কোভিড-১৯ মহামারীতে সারাবিশ্ব এক আতঙ্কজনক সময় পার করছে। করোনাভাইরাসে বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিবিধিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও বিশ্ব শিক্ষাব্যবস্থাও করোনা ভাইরাসের প্রভাবের বাইরে নয়। করোনাভাইরাসে শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম থমকে রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশ্বব্যাপী ৩০০ মিলিয়ন বা তার বেশি শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাহত নয়, চাকরি জীবনে মানুষের কোরিয়াতেও ও অর্থনীতিতে ব্যাহত ঘটিয়েছে করোনা। এতে থেমে নেই করোনা মানব জীবনে নানা দিকেই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। চরম আঘাত হেনেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। এমনই অবস্থার মধ্যে এলিনা ভাইরাস এসে উপস্থিত হয়েছে শিশুগুলো আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে এতে আবার শিক্ষা ব্যবস্থা বিফলে যাবে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা বিগত বিগত দিনের থেকে বর্তমানে কিছুটা গতি এনেছে। এসএফআই সম্পূর্ণভাবে এই পদ্ধতিকে শিক্ষায় 'ডিজিটাল ডিভাইড' বলে উল্লেখ করেছে। এই বামপন্থী ছাত্র সংগঠন একপ্রকার অনলাইন শিক্ষা বন্ধ করারই দাবি জানিয়েছে। তবে অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যম আজও তৈরি হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। সরকারিভাবে সেইসব যদি স্বীকৃতি পায় তাহলে আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগবে না। ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে মানুষের অজানার কিছুই থাকছে না। অন্যদিকে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন অনলাইনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছে। এরই সঙ্গে রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে ফি বৃদ্ধি নিয়েও ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।এই পরিস্থিতির মাঝে চাপিয়ে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি। করোনা ভাইরাস এ কতটা যে কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ। নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকরের ক্ষেত্রে শুরুতেই হোঁচট খেল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সম্প্রীতি তামিলনাড়ু সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তারা এই নীতি কার্যকর করবে না। অন্যদিকে, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য এদিনই ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছে পশ্চিমবঙ্গ। এই কমিটিতে রয়েছে সৌগত রায়, পবিত্র সরকার, সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী, অভীক মজুমদার, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি এবং সুরঞ্জন দাস। কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পরে এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পরবর্তী পদক্ষেপ বর্তমানে আবার অফলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছে, এর সাথে সাথে যদি অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকত তাহলে ঘরে বসে অনেক কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে থাকতো । আজ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কোন পথে নিয়ে আলোচনা লিখতে গেলে বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে কথা বলতে হয়।সেই শিক্ষা প্রসঙ্গে এ কোন দেশ কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে কথা হয়তো আমি আজ আমার কলমে তুলে ধরবো না। তবে বাংলাদেশের শিক্ষায় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা উন্নতি হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব এই লেখাটির মধ্যে। করোনার কারণে প্রায় দু বছর বন্ধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা। অনিয়ন্ত্রিত কাল ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা রাজ্যের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু করতে হবে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছুই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আগস্টে সব ঠিকঠাক চললে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হতে পারে রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলি এ কথাগুলি বলেছিলেন করোনা চলাকালীন।

ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য টেলিফোনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর।মুখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগকে গ্রাম বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলো কে সাধুবাদ জানিয়েছে।এদিকে লকডাউন শেষ হলে, মানুষ প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করবে তিনটি মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে--- স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা, খাদ্যের প্রতুলতা, আর জীবিকার বন্দোবস্ত। পড়াশোনার গুরুত্ব এর পরে, এবং সেখানে আশু প্রশ্ন শিক্ষাঙ্গন খুলবে কবে? বুঝতে অসুবিধে নেই যে সংক্রমণ একেবারে স্তিমিত হলে ফিরে আসবে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি। তবে তা না হলে বদলের সম্ভাবনা অধিক। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পড়াশোনা এগোবে ঠিক কি ভাবে? কৌতূহল থাকবে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা নিয়েও। তবে আপাতত একটা বিষয়ে একমত হতেই হবে যে মহামারী রোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত অবশ্যই যৌক্তিক। পেছন ফিরে দেখলে একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু-এর দাপটের সময় বিভিন্ন দেশে স্কুল-কলেজ বন্ধের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই। অন্যদিকে শুরু থেকে ধরলে আমাদের দেশে আপাতত প্রায় পাঁচ মাসের লকডাউন চলছে --- মার্চের শেষ থেকে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত। তারপর অতিমারীকে কতটা রুখে দেওয়া গেল সেটা বুঝে উঠতে পারলে তবেই স্কুল কলেজের গল্প। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে ডিসেম্বরের মাসের আগে শিক্ষাক্ষেত্রে খুব কিছু চালু হওয়ার আশা একেবারেই কম। গোটা বিষয়টার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আমাদের দেশের প্রায় তেইশ কোটি শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে বিশেষ করে যারা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বোর্ডের পরীক্ষা দিচ্ছিল, তাদের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ভাঙতে বসেছিল শাহরুখ-গৌরির সম্পর্ক?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান আর গৌরির সম্পর্কও নাকি মাঝপথে ভাঙতে শুরু করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্ক টিকে গেছে। তিন দশকের দাম্পত্য জীবন শাহরুখ খান-গৌরি খানের। ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর বিয়ে করেন তারা। পঞ্জাবি পরিবারের মেয়ে গৌরি ও মুসলিম পরিবারের ছেলে শাহরুখ। এখন তিন সন্তানকে নিয়ে তাদের সংসার। তবে একটা সময় নাকি ভেঙে যেতে বসেছিল শাহরুখ-গৌরির সম্পর্ক।

ঘটনাটা তাদের বিয়ের আগের। দু'জনেই দিল্লির বাসিন্দা। সম্পর্কের শুরুর দিকে গৌরির পরিবার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি তিনি মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করবেন। ক্রমাগত পারিবারিক চাপ আসতে থাকে গৌরির ওপর। শেষমেশ তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ইতি টানতে হবে এই সম্পর্কে। এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ-পত্নী বলেন, 'আমাদের সম্পর্কের কথা কিছুতেই মানতে পারেনি আমাদের পরিবার। আর আমি তাদের দুঃখ দিতে চাইনি। তাই মনে হয়েছিল সম্পর্কটা ভেঙে দেওয়াই ভাল।'

শুধু যে ধর্ম বাধা হয় দাঁড়ায় তেমন নয়। শাহরুখের নাকি গৌরির প্রতি অত্যধিক অধিকারবোধ ছিল। গৌরীর কথায়, 'শাহরুখ আমার ওপর খুব অধিকারবোধ ফলাত। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে, সকলের সঙ্গে ইচ্ছে মতো মিশতে বাধা দিত। আর আমি ভীষণ স্বাধীন মানুষ। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর আমি মুম্বাই চলে আসি বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরতে। ভাল আনন্দ করছিলাম। কিন্তু আমার পিছু পিছু মুম্বাই চলে আসে শাহরুখ। বান্ধবীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।'

ফলে সেই বিচ্ছেদপর্ব খুব বেশি দিন টেকেনি। শাহরুখের সঙ্গে এই দূরত্ব খুব বেশি দিন বজায় রাখতে না পেরেই তার কাছে ফিরে যান গৌরী।

রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আসছে ২২ জানুয়ারি ভারতের অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করা হবে। পুরো অযোধ্যায় তাই এখন সাজ সাজ রব দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে এটি উদ্বোধনের অতিথিদের কাছে রামজন্মভূমি ট্রাস্ট আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, রামমন্দির উদ্বোধনের দিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একঝাঁক বলিউড তারকাকে। অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খের, আলিয়া ভাট, রণবীর কাপুর, অক্ষয় কুমার, মাধুরী দীক্ষিতসহ দক্ষিণী সিনেমার তারকা প্রভাস-যশও।

এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে আরও এক বলিউড তারকার নাম। রামমন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পেলেন কঙ্গনা রানাউত। আমন্ত্রণপত্র পেয়ে তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত। কঙ্গনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে সেই আমন্ত্রণপত্রের ভিডিও শেয়ার করেছেন। আমন্ত্রণপত্রটি রয়েছে একটি গেরুয়া রঙের ব্যাগের ভিতর। ব্যাগের উপরে লেখা 'রামমন্দির অযোধ্যা'।

ব্যাগটি খুললে ভিতরে একটি কাঠের বাক্স। মাঝে রয়েছে রামের প্রতীক, হাতে ধরা তির-ধনুক। সঙ্গে সূর্য প্রতীক। আমন্ত্রণপত্রের বাক্সের উপরেও রয়েছে একই কথা লেখা ও প্রতীক আঁকা। পাশাপাশি রামমন্দিরের অবয়বও দেখা যাচ্ছে।

এ আমন্ত্রণপত্রের বাক্স খুলতে হচ্ছে ছোট একটি ছিটকিনি ঘুরিয়ে। এর মধ্যে আবার আঁকা হনুমানের গদা। জমকালো আমন্ত্রণপত্রের প্রথম পাতায় সিংহাসনে বসা রাম-সীতার ছবি দেখা যাচ্ছে। পাশে লক্ষণ এবং পদতলে ব হনুমান। সেই ছবির পরের পাতায় বাঁ দিকের অংশে রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ। ডান দিকের পাতায় রয়েছে অযোধ্যার মাটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য ও রামচরিত মানসের আংশিক উল্লেখ। ওই পাতা উল্টোলেই দেখা যাবে একটি কাঠের বোর্ডে রামের বাণী এবং নীচের দিকে দুটি অংশ।

একটি অংশে রয়েছে কাচের ছোট একটি বোতল। কাঠের ঢাকনা দেওয়া সেই বোতলের ভেতরে রয়েছে অযোধ্যার মাটি। যার মুখ লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। অন্য খোপে রয়েছে একটি তামার মুদ্রা।

এতে লেখা আছে, সেটির ওজন ১০ গ্রাম। মুদ্রার এক পিঠে রয়েছে খোদাই করা রামের মুখাবয়ব। অন্য পিঠে খোদাই করা রামমন্দিরের কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

মানসিক অবসাদ কেড়ে নিয়েছে ইলিয়ানার হাসি!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পাঁচ মাস আগেও দিনগুলো ছিল হাসি-আনন্দে ভরা। গত বছর ১ আগস্ট পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার পর ইলিয়ানার চোখেমুখে ছিল উচ্ছ্বাস, তা দেখে মুখের হাসি প্রসারিত হয়েছিল অনুরাগীদেরও। সেদিন এই বলিউড অভিনেত্রীকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার পেয়ে গেছেন। আত্মজকে নিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন রচনাও শুরু করেছিলেন বলিউড ও দক্ষিণী ভারতীয় সিনেমার সাড়া জাগানো এই অভিনেত্রী। সন্তানের জন্য অভিনয় থেকে সরে যাওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ছেলে কোয়া ফিনিপ ডোনাল ও জীবনসঙ্গী মাইকেল ডোনালের সঙ্গে আগামী দিনগুলো মার্কিন মুলুকে কাটাতে চান।

এখন থেকে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই এলোমেলো হয়ে গেছে ইলিয়ানার যাপিত জীবনের রুটিন। মানসিক অবসাদ কেড়ে নিয়েছে তাঁর মুখের হাসি। শুধু তাই নয়, নিজ সন্তানেরও ঠিকভাবে যত্ন নিতে পারছেন না এই অভিনেত্রী। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেও সে কথা জানিয়েছেন।

স্বীকার করেছেন, 'একজন মা হিসেবে সন্তানের জন্য আমার কিছু করা উচিত। এটি কোনোভাবেই করতে পারছি না। অবসাদ এতটাই যে সন্তানের যত্ন নেওয়াতেও অনীহা চলে এসেছে। সে কারণে অপরাধ বোধে ভুগছি আমি।'

এদিকে চিকিৎসকরা ইলিয়ানাকে জানিয়েছেন, তিনি পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে ভুগছেন। সন্তান প্রসবের পর এই রোগে অনেকেই ভুগে থাকেন। এ রোগের ঠিক সময় চিকিৎসা না হলে বড় আকারের বিপদ হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই এখন চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন ইলিয়ানা। জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে তিনি প্রয়োজনীয় ওষুধ খাচ্ছেন, যাতে শিগগিরই অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেন। তাঁকে প্রতিটি বিষয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাঁর জীবনসঙ্গী মাইকেল ডোনাল।

ইলিয়ানা ডিক্রুজকে সর্বশেষ পর্দায় দেখা গেছে গত বছর প্রকাশিত র‍্যাপার বাদশাহর 'সব গজব' গানের ভিডিওতে। পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছেন 'আনফেয়ার অ্যান্ড লাভলি'-তে। এর পরই অন্তঃসত্ত্বার কারণে অভিনয় থেকে তিনি বিরতি নিয়েছেন। এখন দেখার অপেক্ষা নিজের কথা অনুযায়ী সত্যি তিনি অভিনয় থেকে দূরে সরে যান কিনা।

'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' আমাজন প্রাইম-এ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এর আগে ৬ জানুয়ারি প্রকাশ পেয়েছে এর ট্রেলার।

সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শিল্পা শেঠি ও বিবেক ওবেরয়।

রোহিত শেঠি মানে অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা। তার সিনেমায় চমকপ্রদ অ্যাকশন দৃশ্য থাকবে না এমনটা হতে পারে না। তিনি বড়পর্দায় 'সিংহাম', 'সিম্বা' ও 'সূর্যবংশী' সিনেমা দিয়ে চমক দেখিয়েছেন। এবার এ নির্মাতা ওটিটিতে পা রাখলেন 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিনেমা দিয়ে।

'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিনেমার ট্রেলারের শুরুতে দেখা যাচ্ছে লাগাতার বোম ব্লাস্ট হচ্ছে। সেই ব্লাস্ট ঘিরে তৈরি হলো এক জটিলতা। দিল্লি পুলিশ ফোর্স এমন অবস্থায় কীভাবে শহরকে রক্ষা করবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এ সিনেমা।

সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শিল্পা শেঠি ও বিবেক ওবেরয়-এ তিন তারকা কীভাবে শহরের সমস্যা দূর করবে তা নিয়ে এ সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছে। এক চমকপ্রদ কাহিনি এ সিনেমার মাধ্যমে দেখা যাবে- তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিনেমায় অন্যান্য চরিত্রে আছেন শ্বেতা অশোক তিওয়ারি, মুকেশ ঋষি, শরদ কেলকার প্রমুখ।

এ সিনেমার ট্রেলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল হয়েছে। মুক্তির মাত্র ৩ ঘণ্টায় ১৬ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে ট্রেলারটি। আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং শুরু হবে সিনেমাটির। এখন অপেক্ষা মুক্তির। এ সিনেমা দিয়ে ওটিটিতে অভিষেক হতে যাচ্ছে নির্মাতা রোহিত শেঠির। সব মিলিয়ে বিশাল চমক নিয়ে আসছেন রোহিত শেঠি।

প্রথমের শেষ

সাক্ষী হারাল ব্রাজিল

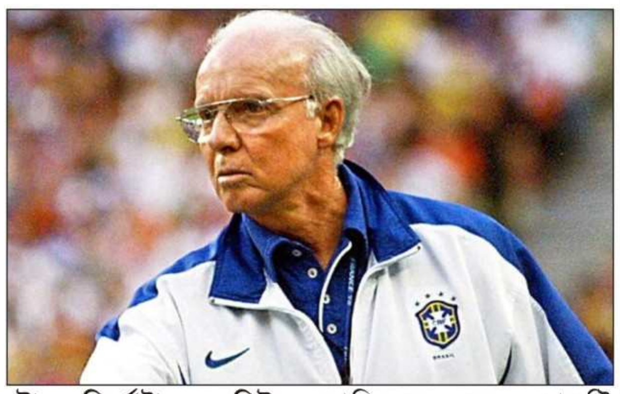

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খাকি পোশাকে ব্রাজিল-উরুগুয়ের ১৯৫০ বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখেছেন মারিও হোর্হে লোবো জাগালো। ব্রাজিল সেনাবাহিনীর পক্ষে স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সাক্ষী হয়েছেন ঐতিহাসিক মারাকানা ট্র্যাজেডির। এর পর লিখেছেন রূপকথার গল্প। ব্রাজিলের জার্সিতে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফরোয়ার্ড লাইনে ছায়ায়-মায়ায় বড় করেছেন তরুণ পেলেকে। ১৯৭০ বিশ্বকাপে পেলেদের কোচ হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ব্রাজিলকে ১৯৯৪ বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন সহকারী কোচ হয়ে।

কিংবদন্তি পেলে সর্বকালের সেরা ফুটবলার হলে মারিও জাগালো সর্বকালের সেরা ফুটবল ব্যক্তিত্ব। ফুটবল তাঁকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিফার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ফিফা অর্ডার অব মেরিটে' ভূষিত হয়েছেন তিনি। সকার ম্যাগাজিনের সর্বকালের সেরা ৯ জন কোচের একজন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। শনিবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন এই ফুটবল কিংবদন্তি। ৯২ বছর বয়সে পাড়ি জমিয়েছেন না ফেরার দেশে।

জাগালো পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি, যিনি খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছেন। একমাত্র ব্যক্তি, যিনি খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে চারটি বিশ্বকাপ জিতেছেন। ছয়টি বিশ্বকাপ ফাইনালের একমাত্র সাক্ষীও তিনি। পেলে মারা যাওয়ার পর ব্রাজিলের প্রথম শিরোপা অর্থাৎ ১৯৫৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের শেষ সদস্য ছিলেন জাগালো। জুলে রিমে শিরোপা ১৯৮৩ সালে ব্রাজিল থেকে চুরি হয়ে যায়। ওই অর্থে সেলেকাওদের প্রথম শিরোপার শেষ চিহ্নও ছিলেন এই লেফট উইঙ্গার। ব্রাজিল ফুটবল তাই প্রথম শিরোপার শেষ চিহ্নও হারাল।

জাগালোর ইনস্টাগ্রামে তাঁর মৃত্যু নিয়ে লেখা হয়েছে, 'বুক ভরা দুঃখ নিয়ে জানাচ্ছি, ব্রাজিলের হয়ে চারটি বিশ্বকাপজয়ী মারিও হোর্হে জাগালো মারা গেছেন। তিনি একজন ত্যাগী বাবা ছিলেন, যত্নশীল দাদা ও শ্বশুর ছিলেন; বিশ্বস্ত বন্ধু, পেশাদার বিজেতা ও অসাধারণ মানুষ ছিলেন। একজন দেশপ্রেমিক, যিনি আমাদের অনেক অর্জনে পূর্ণ করে গেছেন।' ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শোকবার্তায় বলেছেন, 'কনফেডারেশন ও ব্রাজিল ফুটবল তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ব্রাজিল ফুটবলের আদর্শ তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা।'

জাগালোর জন্ম ১৯৩১ সালে। ১৯৪৮ সালে তিনি যুব দলে ফুটবল শুরু করেন। শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে অভিষেক ১৯৫১ সালে। ১৪ বছরের পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারের সাত বছর করে পার করেছেন ফ্লামেঙ্গো ও বোটাফোগোয়। জাতীয় দলে অভিষেক ১৯৫৮ সালে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দেশের জার্সিতে ৩৩ ম্যাচ খেলে ৫ গোল করতে পারেন তিনি। এর পরই শুরু দুর্দান্ত কোচিং ক্যারিয়ার। সর্বশেষ ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের হেড কোচ ছিলেন তিনি। সেবারও সেলেকাওদের ফাইনালে তুলেছিলেন। ২০২২ বিশ্বকাপে ব্রাজিল ফুটবলের তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন তিনি।

এ ছাড়া দীর্ঘদিন ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন জাগালো। চার মেয়াদে দাঁড়িয়েছেন বোটাফোগোর ডাগআউটে। চার মেয়াদে পাঁচ বছর ফ্লামেঙ্গোর কোচ ছিলেন। সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন ভাস্কো দা গামা ও আল হিলালে। এ ছাড়া কুয়েত, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর খ্যাত এই কোচ। লোবো নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁকে ভেলহো লোবো বা ওল্ড উলফ বলা হতো। খেলোয়াড় ও কোচিং ক্যারিয়ারে ২৪টি শিরোপা ছুঁয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ব্রাজিল ফুটবল অপূরণীয় শূন্যতা অনুভব করবে।

টেস্টের ব্যাটিং অর্ডারে

পরিবর্তন চান না কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেস্টে ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় কে ওপেন করবেন, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে এটি নিয়ে আলোচনা এখন তুমুল। তার জায়গায় পরবর্তী টেস্ট ওপেনার হওয়ার লড়াইয়ে আছেন অনেকেই। নিজে থেকে ইনিংস শুরুর ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন স্টিভেন স্মিথও। তবে তাকে এই পজিশনে দেখতে চান না প্যাট কামিন্স। তারকা এই ব্যাটসম্যানকে উপরে তুলে ব্যাটিং অর্ডারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্ট ছিল ওয়ার্নারের এই সংস্করণের শেষ ম্যাচ। ১১২ টেস্ট খেলে তিনি ইতি টেনে দিলেন সাদা পোশাকের ক্যারিয়ারের। দলের ৮ উইকেটের জয়ে আগ্রাসী ফিফটি করে বিদায়ী ম্যাচটা দারুণভাবে রাঙালেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। অবসরের ঘোষণা সিরিজ শুরুর অনেক আগেই দিয়ে রেখেছিলেন ওয়ার্নার। এরপর থেকে পরবর্তী ওপেনার নিয়ে চলছে আলোচনা। বিভিন্ন সময়ে টেস্ট ক্রিকেটে খেলা এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করা তিন ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মার্কাস হ্যারিস ও ম্যাট রেনশকে ঘিরেই ছিল মূল আলোচনা।

এরপর সেই আলোচনায় নাম যুক্ত হয় মার্নাস লাবুশেন ও ক্যামেরন গ্রিনের। তাদেরকে ওপেনিংয়ে সুযোগ দেওয়ার ভাবনার কথা বলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। পরে স্মিথ যোগ দেন ওপেন করার লড়াইয়ে। গত শুক্রবার তিনি জানান নিজের আগ্রহের কথা।

কিন্তু বর্তমান ব্যাটিং অর্ডারে ৬ নম্বর পজিশন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন আনতে চান না কামিন্স। পাকিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে জয়ের পর শনিবার তিনি তুলে ধরেন তার অভিমত।

কামিন্স জানান, ৪ নম্বরে স্মিথের পারফরম্যান্সে আমি বেশ খুশি। নিশ্চিতভাবেই, মার্নাস (লাবুশেন), স্মুজি (স্মিথ), ট্রাভ (হেড) ও (মিচেল) মার্শ ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বরে দারুণ করছে। তাই আমার প্রথম ভাবনা হচ্ছে, সম্ভবত এটাকে ব্যাহত না করা।

লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা স্মিথ পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন সময়ের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হিসেবে। টেস্ট ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ওপরে ব্যাট করেছেন তিন নম্বরে, যেখানে অবশ্য কখনও কখনও ইনিংসের শুরুর দিকেই নামতে হয়েছে তাকে। তার ব্যাটিং গড় সবচেয়ে ভালো এই পজিশনেই। তিন নম্বরে ১৭ টেস্ট খেলে ৮ সেঞ্চুরি, ব্যাটিং গড় ৬৭.০৭। তবে টেস্টে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যাটিং করেছেন চার নম্বরে। ৬৭ টেস্টে এই পজিশনে সেঞ্চুরি তার ১৯টি, গড় ৬১.৪৬। তাই স্মিথকে ওপরে খেলানোর কথা ভাবতে পারছেন না কামিন্স।

ওয়ার্নারের মতো প্রভাববিস্তারি ওপেনার পাওয়া কঠিন, মেনে নিয়েছেন কামিন্স। তবে কেমন ওপেনার দরকার, একটা ধারণাও দিয়েছেন তিনি। কামিন্স বলেন, নিশ্চিতভাবেই, ডেভির মতো একজন পাওয়া খুবই কঠিন হবে। আমার মনে হয়, কে রান করার সেরা অবস্থায় আছে তাকে খুঁজে বের করাই ভালো সিদ্ধান্ত হবে। তবে আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেটে কিছু বিষয় অভিন্নই থাকে- (ব্যাট হাতে) প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে। রানের চাকা সচল রাখতে হবে। সবসময় না হলেও বেশিরভাগ সময় স্কোরবোর্ডে রান যোগ করতে হবে।

বার্সা শিবিরে বড় ধাক্কা,

ছিটকে গেলেন কানসেলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাথমিকভাবে বার্সেলোনা কোচ শাভি এর্নান্দেস ধারণা করেছিলেন, জোয়াও কানসেলোর চোট হয়তো তেমন গুরুতর নয়। তবে পরীক্ষার পর দুঃসংবাদই শুনতে হয়েছে লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের। হাঁটুর চোটে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

লা লিগায় গত বৃহস্পতিবার লাস পালমাসের বিপক্ষে বার্সেলোনার ২-১ গোলে জেতা ম্যাচের শুরুর একাদশে ছিলেন কানসেলো। কিন্তু চোটে পেয়ে ম্যাচের একাদশ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। পরীক্ষার পর ক্লাবের ওয়েবসাইটে বার্সেলোনা জানায়, বাম হাঁটুর লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন কানসেলো। সেরে উঠতে কতদিন লাগতে পারে, সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, ২ থেকে ৩ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে কানসেলোকে। ফলে স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলতে পারবেন না তিনি। মৌসুমের মাঝপথে তার ছিটকে পড়াটা বার্সেলোনার জন্য বড় ধাক্কাই। গত সেপ্টেম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে এক মৌসুমের জন্য ধারে স্পেনে পাড়ি জমানোর পর লা লিগার ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি, ৩টি গোলের সঙ্গে অ্যাসিস্ট করেছেন ২টি।

লা লিগায় ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে বার্সেলোনা। শীর্ষে থাকা রেয়াল মাদ্রিদের চেয়ে তারা পিছিয়ে ৭ পয়েন্টে।

কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে রোববার স্প্যানিশ ফুটবলের চতুর্থ স্তরের দল বার্বাস্ত্রোর বিপক্ষে খেলবে শাভির দল। আর আগামী বৃহস্পতিবার স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে ওসাসুনার মুখোমুখি হবে কাতালান ক্লাবটি। চোটে আগে থেকে বাইরে আছেন দলটির গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন, ডিফেন্ডার মার্কোস আলোনসো এবং দুই মিডফিল্ডার গাভি ও পেদ্রি।

'ভেবেছিলাম পান্ত হয়তো আর বেঁচে নেই'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভয়াবহ এক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন রিশাভ পান্ত। ভারতের উইকেটরক্ষক এই ব্যাটার বলতে গেলে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরেন।

তবে এখনও ক্রিকেটে ফিরতে পারেননি পান্ত। ২০২৩ সাল পুরোটাই মাঠের বাইরে ছিলেন। বাইশ গজে ফেরার জন্য এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

পান্তের গাড়ি দুর্ঘটনাটা ছিল খুবই ভয়াবহ। পান্তের দুর্ঘটনা নিয়ে তার সতীর্থ খেলোয়াড় ও বন্ধু অক্ষর প্যাটেল জানালেন, দুর্ঘটনার দিনে অনেকেই তাকে ফোন করেছিলেন এবং সকলেই পান্তের সম্পর্কে জানতে চান। সেই সময়ে অক্ষর প্যাটেলের মাথায় নানা ভাবনা চলছিল। তিনি ভেবেছিলেন, আর হয়তো তার বন্ধুটি বেঁচে নেই।

আইপিএল দল দিল্লি ক্যাপিটালস এক্স-এ একটি ভিডিও শেয়ার করে। এতে পান্তের দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন অক্ষর প্যাটেল। অক্ষর বলেন, 'সকাল ৭ বা ৮টায় আমার ফোনের রিং বেজে ওঠে। প্রতিমা দি ডাকলেন। প্রতিমা দি আমাকে জিজ্ঞেস করল ঋষভের সঙ্গে তোমার শেষ কবে কথা হয়েছিল? আমি বললাম কালকেও কথা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে ভেবেছিলাম তাকে পরে কল করব। প্রতিমা দি বলেন, ওর (পান্ত) মায়ের ফোন নম্বর থাকলে দাও। তার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

অক্ষর জানান, তিনি অনুভব করেছিলেন যে পান্ত হয়তো আর বাঁচবেন না। তবে পরে ফোনে কথা বলে তার ভয় কাটে। অক্ষর বলেন, 'দুর্ঘটনার পর পান্তকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছিলাম, তবে তাকে পাচ্ছিলাম না। পরে সে ফোন করে এবং আমি তাকে বলি-ভাই কেমন আছো? সে বলে ঠিক আছি, পায়ে লেগেছে। তখনই মনে হয়, এবার সব ঠিক হয় যাবে কারণ পান্ত একজন ফাইটার।'

একটা সময় ভারতীয় দলের অপরিহার্য সদস্যই হয়ে গিয়েছিলেন পান্ত। এখন পর্যন্ত ৩৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, করেছেন ২২৭১ রান।

টেস্টে পান্ত ৫টি সেঞ্চুরি ও ১১টি হাফসেঞ্চুরি করেছেন। ৩০টি ওয়ানডে ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি ফিফটিসহ তার রান ৮৬৫। টি-টোয়েন্টিতেও তার রেকর্ড ভালো। এই ফরম্যাটে ভারতের হয়ে ৩টি ফিফটি আছে।

তবে এক গাড়ি দুর্ঘটনা পান্তের জীবনে অনেকটাই ক্ষতি করে দিয়েছে। কারণ প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে আছেন তিনি। আবার নিজেকে ফিট করে জাতীয় দলে জায়গা ফিরে পেতে কঠিন লড়াই করতে হবে উইকেটরক্ষক এই ব্যাটারকে।

মুজিবকেও 'ছাড়' দিয়ে

১৯ সদস্যের দল ঘোষণা আফগানিস্তানের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বোর্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া রহস্যময় স্পিনার মুজিব উর রহমানকে 'ছাড় দিয়েছে' আফগানিস্তান। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে তাকে। তিন ম্যাচের সিরিজের জন্য শনিবার (০৬ জানুয়ারি) ১৯ সদস্যের দল ঘোষণা করে আফগানিস্তান। এই সিরিজ দিয়ে দলে ফিরেছেন রাশিদ খানও। তবে তার খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। পিঠের অস্ত্রোপচারের পর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি তিনি।

বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলে বেড়ানো মুজিব, নাভিন উল হাক ও ফাজালহাক ফারুকি ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এতে বেজায় ক্ষেপে যায় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। 'দেশের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখায়' শাস্তি হিসেবে তাদেরকে দুই বছর বিদেশি লিগ খেলতে অনাপত্তিপত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। শাস্তি পেয়ে দ্রুতই মনোভাবে বদল আসে নাভিন ও ফারুকির। দেশের হয়ে খেলার 'প্রবল তাড়না' দেখিয়ে মুক্তি পান দুজন। সদ্য সমাপ্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও ছিলেন তারা। তখন মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে বিগ ব্যাশে খেলছিলেন মুজিব। কিছুদিন পর মুজিবের অস্ট্রেলিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনাপত্তিপত্র বাতিল করে দেয় এসিবি। এবার তাকে যোগ করা হলো ভারত সিরিজের দলে। গত জুলাইয়ের পর প্রথমবার জাতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে যাচ্ছেন এই স্পিনার। এই বিভাগে তার সঙ্গী দুই রিস্ট স্পিনার কাইস আহমেদ ও নুর আহমাদ। নিয়মিত অধিনায়ক রাশিদকে নিয়ে শঙ্কা থাকায় ভারত সিরিজেও আফগানদের নেতৃত্ব দেবেন ইব্রাহিম জাদরান। তার নেতৃত্বে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে আফগানিস্তান।

২০২২ সালের জুলাইয়ের পর স্বীকৃত কোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচ না খেলা রেহমাত শাহ ধরে রেখেছেন জায়গা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনও পা রাখেননি তিনি। আমিরাত সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মাদ ইসহাক, সেদিকউল্লাহ আটাল, দারভিশ রাসুলি। ভারতের বিপক্ষে এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক কোনো টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাচ্ছে আফগানিস্তান। মোহালিতে শুরু দুই দলের লড়াই। পরের দুই ম্যাচ ইন্দোর ও বেঙ্গালুরুতে ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে এটি দুই দলের শেষ সিরিজ।

আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল: ইব্রাহিম জাদরান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইকরাম আলিখিল, হাজরাতউল্লাহ জাজাই, রেহমাত শাহ, নাজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মাদ নবি, কারিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমারজাই, শারাফউদ্দিন আশরাফ, মুজিব উর রহমান, ফাজাল হাক ফারুকি, ফরিদ আহমাদ, নাভিন-উল-হাক, নুর আহমাদ, মোহাম্মাদ সালিম, কাইস আহমেদ, গুলবাদিন নাইব ও রাশিদ খান।

আরো একটি বিশ্বকাপ

জিতে তবেই পুরোপুরি থামবেন ওয়ার্নার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাট মিলিয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার। দুটো ওয়ানডে বিশ্বকাপ ট্রফির ছুঁয়েছেন তিনি। আর টি-টোয়েন্টিতে একটি। তাই এবার ক্রিকেটের এই শর্টার ফরম্যাটে সেই স্বাদও দু'বার পেতে চান ওয়ার্নার। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলতে চান এই অজি ওপেনার। ২০১৫ প্রথবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পান ওয়ার্নার। ২০২১ সালে তার নৈপুণ্যেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে অজিরা। টুর্নামেন্ট সেরা হন তিনি। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী দলেও ছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপ জিতেই ওয়ানডে ফরম্যাটকে বিদায় জানান ওয়ার্নার।

ম্যানইউকে না করে

টটেনহ্যামে ওয়ার্নার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক মৌসুমে ৩৪ গোল করায় জার্মানির স্ট্রাইকার টিমো ওয়ার্নারকে ৯০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কিনেছিল চেলসি। কিন্তু ব্লুজ শিবিরে দুই মৌসুম খেলে ব্যর্থ হন তিনি। দুই মৌসুমে ৮৯ ম্যাচ খেলে করেন মাত্র ২৩ গোল। আরবি লাইপজিগের কাছে আবার তাই ওয়ার্নারকে কেনা দামের এক তৃতীয়াংশে বিক্রি করে দিয়েছিল চেলসি। জার্মান লিগে ৮ ম্যাচে মাত্র ২ গোল করা ওই ওয়ার্নার আবার প্রিমিয়ার লিগে ফিরছেন। সংবাদ মাধ্যমের গুঞ্জন অনুযায়ী, জানুয়ারির দলবদলের মৌসুমে ধারের শর্তে টটেনহ্যামে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। স্পার্স কোচ এনজে পোস্তেকোগলুর নাকি এই জার্মান স্ট্রাইকারকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে। টটেনহ্যামে আছেন ব্রাজিলের স্ট্রাইকার রিচার্লিসন। তার ফর্ম গত মৌসুমের মতো চলতি মৌসুমে খারাপ গেলেও সম্প্রতি তিনি গোল পাওয়া শুরু করেছেন। তবে গুঞ্জন আছে রিচার্লির দিকে সৌদি ক্লাব নজর রাখছে। তার বদলে ওয়ার্নার স্পার্স শিবিরে আসছেন কিনা বলা মুশকিল। ওয়ার্নারের সামনে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। তবে প্রস্তাব নাকচ করেই নাকি লন্ডনের ক্লাবে আসছেন তিনি। লাইপজিগ ও টটেনহ্যামের মধ্যে দ্রুতই সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে চুক্তি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR